" ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে-২০২০ " উপলক্ষে সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়ের বক্তব্যঃ

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে
নৌপরিবহন অধিদপ্তর ও বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক
আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল লিংকের মাধ্যমে উপস্থিত আছেন

১. সম্মানিত প্রধান অতিথি; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি

২. বিশেষ অতিথি হিসেবে টেলিফোনে সংযুক্ত আছেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম, এমপি।
এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত আছেন

৩. নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয় জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী।

আমার সামনে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,
প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং আজকের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে অবিরাম চেষ্টারত বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীবৃন্দসহ সকলের প্রতি আমার সালাম ও ধন্যবাদ।
শুভ সকাল এবং স্বাগতম।

★ আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি বাঙালী জাতির মুক্তির দূত, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। প্রকৃত অর্থে, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন বাংলাদেশের সমুদ্র দর্শনের স্বপ্নদ্রষ্টা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে তিনি নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই কেবল গ্রহণ করেননি বরং তিনি তাঁর দূরদর্শী চিন্তাশীলতার কারণে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সমুদ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলকেন্দ্র হবে। তিনি সে বিষয় মাথায় রেখেই নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার মধ্যে তিনি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ফ্রিগেট ক্রয়ের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে নীল পানির নৌবাহিনীর দিকে পরিচালিত করেন।

তিনি ১৯৭২ সালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরে পুতে রাখা মাইন মুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে নিমজ্জিত জাহাজ সরিয়ে " নিরাপদ কর্ণফুলী চ্যানেল" নিশ্চিত করেন এবং ১৯৭১ সালে মার্কেন্টাইল মেরিন একাডেমীকে পাকিস্তানে স্থানান্তরের প্রেক্ষিতে, এই পরিত্যক্ত একাডেমীকে
১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী" নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একই সালে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মেরিনারদের উচ্চতর শিক্ষায় বৃটিশ সহায়তা/বৃত্তি প্রবর্তন করেন। ১৯৭২ সালেই তিনি চট্টগ্রাম ড্রাইডক এন্ড হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের নির্মাণকাজ শুরু করেন যা পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে চালু হয়।
১৯৭৩ সালে " ডেভেলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমী" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং রাশিয়ার সাহায্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেণ।
১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে বিএসসি'র জন্য ১৯টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করেণ। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫-১৯৭৯ সালে আরো ৯টি জাহাজ আমাদের বাণিজ্য বহরে যুক্ত হয়।
১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের সূত্রে, ১৯৭৯-১৯৮২ সালে সম্পূর্ণ নতুন ৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগৃহীত হয়।
১৯৭৩ সালেই খুলনা শিপইয়ার্ডে ১০০০ টনের জাহাজ নির্মাণের মাধ্যমে দেশে বড় জাহাজ নির্মাণের সূচনা হয়। এই বছরেই বঙোপসাগরে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের সূচনা এবং পেট্রোলিয়াম এক্ট, ১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়।
১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেণ।

বিশ্বে আন্তর্জাতিক সমুদ্র কনভেনশন প্রনয়ণ করা হয় ১৯৮২ সালে। অথচ বঙ্গবন্ধুর মেরিটাইম ভিশনারির কারণে তিনি ১৯৭৪ সালে The Territorial Waters & Maritime Zones Act,1974 প্রণয়ন করেণ যাতে করে সমুদ্র সীমায় আমাদের সার্বভৌম দাবীর আইনগত ভিত্তি পায়।

এর উপর ভিত্তি করেই UNCLOS-3 অনুসারে ভারত ও মায়ানমারের সাথে সামুদ্রিক বিরোধ মীমাংসা করে সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তথা বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হয়। বঙ্গবন্ধুর রচিত " অসমাপ্ত আত্মজীবনী " এবং " কারাগারের রোজনামচা " বইয়ে মধুমতি, বাইগার ও রুপসা নদীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পণ্য পরিবহনে নদীর ভূমিকা তিনি ভালো করেই অনুধাবন করেছিলেন। ফলে তাকেই আজকের বিআইডব্লিউটিএ, টিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আধুনিকায়নের রুপকার বলা যায়। তাঁর ক্রয়কৃত ড্রেজারসমূহ কালের সাক্ষ্য বহন করছে।

★★ এই বছর বিশ্ব সমুদ্র চলাচল দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে " Sustainable Shipping for a sustainable planet. " অর্থাৎ " টেকসই পৃথিবীর জন্য টেকসই নৌপরিবহন "। এই স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর বিশ্ব সমুদ্র চলাচল দিবস উদযাপন করা হচ্ছে মূলত জাতিসংঘের " Sustainable Development Goals " বা এসডিজির গুরুত্বকে মনে করিয়ে দিতে। উন্নয়ন শুধু হলেই হবেনা। একে অবশ্যই টেকসই হতে হবে। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে এমন উন্নয়ন যা সাময়িক অসুবিধায় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে না। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অভিঘাত আমাদেরকে চোঁখে আঙুল দিয়ে টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশও এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য খাতের মতো আমাদের নৌপরিবহন খাতও কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আন্তর্জাতিক নৌযানে আমাদের নাবিকদের সাইন অন ও সাইন অফ করানো। বিশ্ববাণিজ্যের মন্থর গতি আমাদের দেশীয় নাবিকদের আয়কে প্রভাবিত করেছে যা প্রকারান্তরে আমাদের রেমিট্যান্সকে প্রভাবিত করে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের চলমান কার্যক্রম ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।

★★★ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা Machine Readable Seaferer Identity Document জারী এবং অন লাইন সনদ যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি। মেরিটাইম লেবার কনভেনশনের চাহিদা অনুযায়ী আমরা নাবিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পাদনের প্রক্রিয়া সহজ করেছি।
আমরা IMO'র বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশী সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য Long Range Identification and Tracking System (LRIT) বাস্তবায়ন করেছি। এর ফলে আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবস্থানরত বাংলাদেশী সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান জানা সম্ভব হচ্ছে। GMDSS প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণসহ উপকূলীয় অঞ্চলে Light House ও Coastal Radio Station স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

★★★★ ১৯২৭ সালের বাতিঘর আইনকে যুগোপযোগী করে বাতিঘর আইন,২০২০ প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়। আমরা প্রয়োজনীয় আইনগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করা ও বিধি, প্রবিধি প্রণয়নে মনোযোগ দিচ্ছি। পূর্বেই বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ কর্মঘন্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা-২০১১ ও মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ -১৯৮৩ এর আওতায় লেভী সংগ্রহ বিধিমালা-২০১৩ জারী করা হয়েছে। বিদেশী জাহাজ মালিকদের চাহিদা অনুযায়ী অনলাইনে বাংলাদেশী যোগ্যতা সনদধারী নাবিকদের সনদের যাচাই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে এবং নাবিক হোস্টেলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যাক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

★★★★★ নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকার সবর্দা তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যই হলো দেশের নারীদের আরো বেশি কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা এবং অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা নিশ্চিত করা। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন প্রতিবেশী যে কোনো দেশের থেকে অনেক এগিয়ে। পূর্বের তুলনায় বিদেশে এখন পুরুষের পাশাপাশি নারী কর্মীরাও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য ক্যাডেট হিসেবে মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে,

তাঁরা সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানের জন্য ইতোমধ্যে সিডিসি এবং নাবিক পরিচয়পত্র পেয়েছেন যা নৌ সেক্টরে নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

★★★★★★ আমরা বিশ্ব নৌ যোগাযোগ ও সমুদ্র পরিবহনে কৃতিত্বের সাক্ষর রাখতে চাই। আমাদের মেরিন একাডেমি বিশ্বমানের নাবিক তৈরি করছে। চট্টগ্রামের জুলদিয়ায় অবস্থিত মেরিন একাডেমির পাশাপাশি বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও পাবনা মেরিন একাডেমিসহ অন্যান্য বেসরকারি মেরিন একাডেমিগুলোতে আন্তর্জাতিক মানের নৌ-শিক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের মান বৃদ্ধিতে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে আরো বেশি নজরদারি বাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের প্রত্যয় রয়েছে। সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি ও রপ্তানিতে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করছে। এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা দেখার জন্য আমি সম্মানিত উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করছি।

এছাড়া, মানসম্মত নৌযান নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ডকইয়ার্ড নীতিমালা প্রণয়ন ও অভ্যন্তরীণ জাহাজে রিভারসিবল গিয়ার সংযোজন করে দূর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক নৌযান নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, নৌযানের ডেটাবেস তৈরি করা, নতুন নৌযান নির্মাণ শুরুর প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা পর্যন্ত সুপারভিশন করা, যাত্রীবাহী নৌযান পরিচালনাকারী মাস্টার, ড্রাইভারগণ যাতে দক্ষতার সাথে নৌযান পরিচালনা করতে পারে সে জন্য তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং নৌযান মালিক, শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিশ্বমানের নিরাপদ নৌ-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তবে এ কথা সত্য যে, একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে আমাদেরকে আরও এগিয়ে যেতে হবে, পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। সামনে এগিয়ে চলার এ পথকে মসৃণ করতে আমাদের সরকার যে রুপকগল্পগুলো গ্রহণ করেছে সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যেতে মানসিকভাবে প্রস্তুত আছে। আমরা সরকারের সকল মহতী উদ্যোগে সহযোগী সহযোদ্ধা হিসেবে থাকতে চাই। আমরা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নাবিকদের পরীক্ষা পরিচালনা, নৌযান রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে সনদ ইস্যু ও মেরিন কোর্টে বিচারের মাধ্যমে জরিমানা আদায়ের ফলে সরকারের রাজস্ব খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছি।

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সফল হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে আমাদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরের ভূমিক আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক বন্দরসমূহের মধ্য দিয়ে আমদানী-রপ্তানী পণ্য দ্রুত এবং নির্বিঘ্নে খালাস এবং জাহাজীকরণের জন্য এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বানিজ্যে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকে আরও বাস্তবসম্মত এবং সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের সমসাময়িক উন্নয়ন গতিধারা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ভিশন-২০৪১ এর দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না যে, জাতির পিতার স্বপ্ন একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি সামনের দিকে।

অসাংবিধানিক শক্তি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সুশাসনের ধারাকে বারবার ব্যাহত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সেইসব অপচেষ্টার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সকল সেক্টরে। সেই কালোরাত্রির অবসান ঘটাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৮২ সালের ১০ই মে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে অভাগা জাতির কান্ডারী হিসেবে ভূমিকা পালন করা শুরু করেন। সেই থেকে অধ্যাবদি তিনি আমাদের জন্য নির্লোভ, নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের প্রিয় দেশটিকে তিনি যে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চান, আমরাও তার সহযাত্রী হতে চাই। আমরা জাতীয় শুদ্ধাচার নীতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে অনলাইন ভিত্তিক ডিজিটাল সেবার মান বাড়াতে বদ্ধপরিকর।

~~~~ সেই আলোর মিছিলে সরকারের সহযোগী হতে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে সদা প্রস্তুত আছি। সংশ্লিষ্ট সবাইকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আলোকে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে সহযোগী হতে আমি সকলকে অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। সবাই সুস্থায়ু লাভ করুন। অনুষ্ঠানটিকে প্রাণ দিতে কষ্ট করে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

---------- ---------- ----------
~~~~